কেন ঈশ্বর আমাদের জীবনে যাতনা/দূর্ভোগ অনুমোদন করেন?

মানুষের যাতনা ভোগ সম্পর্কে বাইবেলের উত্তর

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Why Does God Allow Suffering?

L. G. Sargent

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

October 2010

কেন ঈশ্বর আমাদের জীবনে যাতনা/দূর্ভোগ অনুমোদন করেন?

মানুষের যাতনা ভোগ সম্পর্কে বাইবেলের উত্তর

কষ্ট/দুঃখ ভোগ এমনই একটি সমস্যা যেটা প্রতিটি ঘরে বা প্রত্যেকের জীবনে কমবেশী আসে। কোন শিশু হয়তো অন্ধ বা শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে তখনই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কেন? কেন এরকম হলো এই শিশুটি তো কারোর কোন ক্ষতির কারণ হয়নি। একজন খুব ভালো গুন সম্পন্ন, সুচরিত্রের অধিকারী কোন পুরুষ বা কোন নারী তার জীবনের সুসময়ে কোন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু অথবা মৃত্যুবরণ করে, তখনও প্রশ্ন জাগে কেন তাদের এমন হলো? তাদের মত ব্যক্তিরা কি এই ভোগান্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না।

পৃথিবীর লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ অনাহারে, মহামারীতে, এমনকি দেশের অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ, অনুরব্বরতায় ভূগছে আবার অনেকে ভূমিকম্প, বন্যায় ধ্বংস হচ্ছে অথবা গৃহহীণ হচ্ছে, কেন এসব লোকদের এত যাতনা সইতে হচ্ছে। আধুনিক সমাজের রনসজ্জা, অন্যের প্রতি উৎপীড়ণ, মহামারী লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের প্রাণ কেঁড়ে নিচ্ছে; অথবা শারীরিক পঙ্গুতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অসংখ্য জীবন প্রতিনিয়ত ঝরে পড়েছে অবিহব্বল বর্বর আক্রমণে অথবা হাইজ্যাক ছিনতাই এর কারণে। সবসময়ই দূর্ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বর্তমান দিনগুলিতে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ভোগের হার বিগত সময়ের হার থেকে অতিমাত্রায় গিয়ে পৌছেছে, যাত্রীবাহি প্লেনের দূর্ঘটনায় নিমজ্জিত হওয়া, পাতালরেলে আগুন অথবা বোমা বিস্ফোরণ, তৈলবাহী জাহাজে গভীর সমুদ্রে বিস্ফোরিত হওয়ার ঘটনা প্রায়শঃই ঘটে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন-ঈশ্বর কেন এসব অনুমোদন করেন? এসকল ধ্বংসাত্মক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর স্বভাবতই আমাদের সকলের মনে বিভিন্ন বিষয় চিন্তার উদ্রেক হয়, ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান তিনি এসব ঘটনা ঘটা থেকে প্রতিরোধ করতে পারেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা কি নেই ধ্বংসাত্মক ঘটনা প্রতিরোধ করতে, ক্ষমতা আছে হয়তো নাকি ইচ্ছা নেই, ইচ্ছা তো অবশ্যই থাকা উচিৎ কারণ তিনি তো ভালবাসার ঈশ্বর (God of Love) সুতরাং ভালবাসার ঈশ্বর হয়ে তিনি কখনও নিরীহ, অসহায়দের উপর নিপীড়ন, তাদের কষ্ট/যাতনা সহ্য করবেন না, এইরূপ ধারণা কি যুক্তিসঙ্গত?

জীবনের প্রকৃত/বাস্তব ঘটনাসমূহ (Facts of Life)

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত পৌছাবার পূর্বে মনুষ্য জীবন ধারণ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রকৃত বাস্তব ঘটনা বিবেচনায় আনা যাক-

১. মানুষ এমন একটি বিশ্বব্রহ্মান্ডে বসবাস করে যেখানে আবশ্যাম্ভিবকভাবে কিছু ঘটনা ঘটে যার একটা ফলাফল থাকে, এর মধ্যে কিছু ফলাফল কোনভাবেই রহিত করা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে যেমন- বন্য আগুন, জলমগ্নতা, রোগ জীবানুর ধ্বংস, ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগময় পরিস্থিতিকে রোধ করার ক্ষমতা যদিও মানুষের নেই, তবুও মানুষ নিজেরা অনেকরকম অঘটন ঘটিয়ে থাকে তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে মুক্তি না পেলেও, মনুষ্যকৃত দূর্যোগ থেকে মুক্তি পাবার ভার সে বহন করতে পারে বিবেচনা পূর্বক কৃতকর্মের দ্বারা। কারণ ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, তিনি নীতিগতভাবে মানুষকে একক স্বাধীনতা/মুক্তচিন্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই মানুষ তার সকল কর্মফলের দাবীদার নিজেই যদি সে মুক্ত চিন্তার স্বদব্যবহার না করে।

২. পূর্ব পুরুষদের কৃত মন্দতার ফলে জীবন পতিত হওয়ার পরও মানুষ সেই অতীত থেকে শিক্ষা নেবার পরিবর্তে বংশধর হিসেবে পিতৃপুরুষদের ধারা বজায় রাখতে গিয়ে অনেকেই বিপথগামী হয়ে নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে। এই বিষয়টিও প্রকৃতিগত নিয়ম, যার দ্বারা মানুষের বংশগত দূর্বলতা ও নৈতিক অসুস্থতার প্রকাশ পায়, মানুষের সঠিক দূরদৃষ্টির অভাবে বংশ পরস্পরায় তাকে কিছু কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৩. মানুষের কৃতকর্মের ফলাফলে তাকে শুধু শারীরিকভাবে ভূগতে হয় না সেটা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও প্রভাব ফেলে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষত হয়তো কোন শ্রেণী বা দলের দ্বারা সংগঠিত হয় সেটার রেশ পরবর্তী কয়েকটি জেনারেশন পর্যন্ত থাকে। বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় জনগণ তাদের পূর্ববর্তী মন্দ, কলুষতাপূর্ণ ইতিহাসের জালে আবদ্ধ, সেই জের তাদের টানতে হয় জেনারেশন জেনারেশন ধরে। এর মধ্যে যদিও কেউ কিছুটা সঠিকভাবে উত্তমতার পথ ধরে, তখন আরকজন আবারও সেই মন্দতার পথ দখল করে নেয়। এই সম্পর্কে বাইবেলের ব্যাখ্যা, রোমীয় ৮:২২ পদ “কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একসঙ্গে আর্তস্বর করিতেছে ও একসঙ্গে ব্যাথা খাইতেছে”।

জনসাধারণ কি নিজেরা নিজেদের উদ্ধারে সক্ষম ?

(Should peope be saved from themselves?)

উপরোক্ত আলোচ্যকৃত ঘটনাগুলিকে বিবেচনা পূর্বক এই প্রশ্ন অবশ্যই জাগে যে, তাহলে আমরাই বা প্রকৃতভাবে কতটুকু অবদান রাখছি যে আশা করবো ঈশ্বর আমাদের কষ্ট/যাতনাভোগ থেকে মুক্ত করবেন? আমরা কি তাহলে চাইছি না যে ঈশ্বর সকল প্রকার প্রকৃতিগত নিয়মকে বাতিল করুন, খ) বংশগত ধারাবাহিকতার ফলাফল প্রাপ্তিকে স্তব্ধ করে দিক গ) মানুষের পশুবৎ আচরণ বা অমানবিক আচরণ সমূহকে সুশীল, সভ্য আচরণে পরিণত করুক? মনুষ্যকৃত হানীকর, মন্দ কার্যক্রমের ফলাফল প্রাপ্তি থেকে ঈশ্বর আমাদের মুক্ত করবেন এই আশা করার কোন অধিকার কি আমাদের আছে? ঈশ্বর যদি তাতে সম্মতি প্রাপ্ত হন এবং

সব কষ্ট/যাতনা প্রাপ্তি চিরতরে রোধ করেন তাহলে কি বিশ্বব্রহ্মান্ড একটি নৈতিকতাপূর্ণ, আদর্শ বিশ্বব্রহ্মান্ড হবে? আমরা জানি ঈশ্বর নীতিবান ও আদর্শময়। ঐ প্রশ্নটি ঈশ্বরকে তখন করা যেতে পারে যখন মানুষের সমস্ত যাতনা ও ধ্বংসের পেছনে মানুষের কোন হাত থাকে না। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরীর অগ্নুন্যৎপাদন, দূর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ধ্বংস ইত্যাদিকে বলা হয় "ঈশ্বরের কাজ" তাই সাধারণত এই সকল দূর্যোগে মানুষের করার কিছুই থাকে না। সুতরাং মনুষ্যকৃত অথবা প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে যেমন নিরীহ ব্যক্তিরা, তেমনি দুষ্ট, মন্দ লোকেরা একইভাবে যাতনা ভোগ করে। এর ফলে যখনই আমরা নিরীহ মানুষের যাতনা ভোগের ব্যাপারে প্রশ্ন করি যে, তারা তো নির্দোষ কেন তারা এইসব দূর্ভোগের শিকার হবে? তখনই আরেকটি সংকট/দ্বন্ধ মনে আসে যে, তাহলে কি আমরা চাইছি এই সকল দুর্ভোগ ক্লেশ শুধুমাত্র তারাই ভোগ করবে যারা কিনা সেসকল ঘটাবার জন্য দায়ী?

কোন মন্দতা অথবা কোন উপসর্গ (An Evil or a Symptom)

উপরোক্ত আলোচনাদি বিশ্লেষণ কল্পে একটি সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যাতনা/দূর্ভোগ একটি মন্দ বিষয়। বৌদ্ধ বিশ্বাসীদের মতে যারা পাপী, মন্দতায় পথ চলে তাদের অবশ্যই যাতনা ভোগ দূর্ভোগ পোহাতে হবে, মন্দশক্তির কারণেই, পৃথিবীতে যাতনা দূর্ভোগ, অর্থাৎ যাতনা ভোগ করাটাই মন্দতার পরিচয়, বাহন। অনেক ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে শয়তানই মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট, যাতনা নিয়ে আসে। এ সম্পর্কিত বাইবেলের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে যাতনাভোগ কোন মন্দতা নয়, কিন্তু তা হচ্ছে ঘোরতর মন্দতার উপসর্গ মাত্র পবিত্র শাস্ত্র বলে পাপেরই ফল হচ্ছে যাতনা দুঃখ, তার অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি পাপ করে সেই-ই যাতনা সইবে, কিন্তু পাপের শিকড় হচ্ছে মানব ইতিহাসে, মনুষ্য সমাজে। প্রেরিত পৌল পাপের উৎসকে খুব সুক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন,

> "অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল; কারণ ব্যবস্থার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না।"
> (রোমীয় ৫:১২-১৩)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এদোন উদ্যানে নারীর অবাধ্য চারণের কারণে তাহাদের উপর ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তি প্রণত হয় -

> "পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।"

এরপর তিনি পুরুষকে (আদম) কহিলেন,

> “তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে,যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে। (আদিপুস্তক ৩:১৬,১৯)

প্রসঙ্গত: শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব সহজ। মূলত: মানুষের অবাধ্যতা বা পাপের কারণেই সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির প্রকৃত সম্পর্কের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হয়, ঈশ্বর এবং মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ফাঁক স্থাপিত হয়। সেই আদি পাপের উত্তরাধিকার সমানভাবে এই পৃথিবীস্থ সকল মানুষ, সাধারণভাবে সকল মানুষের অস্তিত্বে, রক্ত মজ্জায় সেই আদি মন্দ স্বভাব সঞ্চারিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তেমনি মৃত্যু হচ্ছে সার্বজনীন, ঈশ্বর কোন একজন ব্যক্তির জন্য এর রদবদল করতে পারেন না। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, মনুষ্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজস্ব পথে চলা শুরু করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মকেও বশে রাখতে চেষ্টা করছে। হয়তো আদিযুগে একসময় ছিল যখন ঈশ্বর প্রাকৃতিক দূর্যোগের মাধ্যমে মানুষকে শাসন করেছেন, স্বর্গীয় পন্থায় পৃথিবীকে কলুষিত মুক্ত করেছেন, প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে “নোহের জলপ্লাবন”। অপরদিকে এটাও সত্য যারা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সেবা করতে ব্যাকুল, সকল প্রকার যাতনা/কষ্ট তাদের জন্য এক নূতন দ্বার উম্মোচন করেছেন, তারা পুনরায় তাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এক নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের যাতনা বা বিয়োগান্তক ঘটনা সমূহই তাদেরকে এক নূতন আলোতে নিয়ে যাবে। সেটা কি ধরণের?

একজন ঈশ্বর ভক্ত মানুষের অভিজ্ঞতা (A Godly Man’s Experience)

এ বিষয়ে ইয়োবের জীবন কাহিনী একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার মত ঈশ্বর ভক্ত মানুষ সে সময় ছিলই না তারপরও তাকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বাড়ীঘর সহায় সম্পত্তি হারিয়ে একপ্রকার নিঃস্ব হতে হয়েছিল এমনকি সন্তানাদি, পরিবার পর্যন্ত, তারপরও এক যন্ত্রনাদায়ক অসুখ অন্যান্য মানুষ থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছিল। তথাপি তিনি বলেছিলেন “কি বল? আমরা কি ঈশ্বর হইতে মঙ্গলই গ্রহণ করিব, কোন অমঙ্গল গ্রহণ করিব না?” (ইয়োব ২:১০)। তিনি মূল বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তার পক্ষে কোন উত্তম বিষয় নির্ধারণ করা উচিৎ নয়, তিনি কখনই ঈশ্বর কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেই বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন না।

অত্যাধিক দুঃখজনক সমস্যাটি (The Agonizing Problem)

অনেক মানুষই জীবনে দুঃখভোগ/যাতনাভোগের মত ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় তখন তারা চায় এর থেকে মৃত্যুবরণ করাটা মনে হয় উত্তম। যন্ত্রণাকাতর হয়ে অথবা দুঃখে কষ্টে জর্জরিত হয়েই হতবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাৎক্ষণিক মুক্তি চায় সে তার নিজেরই মৃত্যু কামনা করে। যদি মানুষকে শুধু যাতনাভোগ করতে হয় তাহলে কেন সে বেঁচে থাকবে? সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যিনি

মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি কেন মানুষকে বাতিল বস্তু ফেলা দেওয়ার মত শুধু যাতনা ভোগ দ্বারা ধ্বংস করতে চান? কি এর রহস্য?

ইয়োবের বন্ধুগণ এ বিষয় নিয়েই যুক্তিতর্ক করেছিলেন যে, মানুষের কষ্ট, যাতনা ভোগের সঙ্গে তার পাপের এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, এবং তাঁরা নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন যে, ইয়োবের মহাপাপের কারণেই তার এই যাতনা ভোগ। ইয়োব স্বীকার করেছিলেন তাঁর অক্ষমতা যে তিনি একজন মানব (আদমের) সন্তান, কিন্তু তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, তার বন্ধুদের আরোপকৃত পাপসমূহ তিনি করেন নাই, তারপরও তার বন্ধুদের দর্শনে তিনি মনে করেন তাঁর যাতনাভোগ ন্যায়চিত নয়। ঈশ্বর স্বয়ং কি অন্যের শিক্ষার জন্য উদাহরণস্বরূপ হিসেবে তাকে বেছে নিয়েছেন? কারণ দেখা গেছে তৎকালীন সময়ের অনেকের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ইয়োবের পাপের হার অনেকাংশে লঘু যে সকল পাপ ইয়োব করেছেন সে সকল স্বাকীরোক্তির পরও দেখা গেছে সে সব পাপের তুলনায় তার যাতনা; ক্ষতিসমূহ অনেক বেশী। ইয়োবের যাতনা, ক্ষতিসমূহ, ক্লেশ সমূহ বিবেচনায় ইয়োবের মনে হয় ঈশ্বর তাঁর প্রতি এতই অসন্তুষ্ট যে, এবং এই নৈতিক সমস্যাই তাঁকে তিক্ততায় পরিণত হয়েছে। দুষ্টদের, পাপীদের আবাসাদির উন্নতি হয় তাহলে কেন সাধু/ধার্মিক ব্যক্তিদের ভোগান্তি হয়?। ঈশ্বর যদি তার বিচার করেন তাহলে কি ইয়োব একজন সাধারণ মানব সন্তানের উর্ধ্বে বিচারিত হবেন না?

ইয়োবের ধার্মিকতা সম্পর্কে তাঁর দেয় বিভিন্ন যুক্তির কাছে ইয়োবের বন্ধুগণের দেয় যুক্তিসমূহ মূল্যহীন হওয়াতে, তারা হারস্বীকার করে তাদের তর্ক বন্ধ করে দেয়। ইয়োবের বাদানুবাদ বিবেচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত বিশ্বাস বিদ্যমান। ইয়োবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের কৃত সকল প্রশ্নোত্তর/বাদানুবাদ বিশ্লেষণ ছাড়াও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস তাঁকে এক নূতন জীবনের আশা দেয়, যদিও এখন না হয়, ঈশ্বরই তাঁর উদ্ধারকর্তা তিনি ইয়োবের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করে তাঁর পাশে থাকবেন। ইয়োব তাঁর তর্কে এক নূতন সত্য বিষয় তুঁলে ধরেন যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে পুর্নমিলিত হবার আশা। এই বিশ্বাসই ইয়োবের মনে লুক্কায়িত ছিল যেটা পুরাতন ও নূতন নিয়মে পরিস্কারভারেব ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কিনা এই সমস্যাকে নূতন মোড়ে নিয়ে যায়, তথাপি বিষয়টি পরিস্কার ব্যাখা দেয় না কেন একজন পুরুষ বা নারী তাদের এই পার্থিব জীবনে দুঃখ, কষ্ট, যাতনা ভোগ করবে।

ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলছেন (God Speaking to Man)

যখন ইয়োবের বন্ধুগণ তাদের বাদানুবাদ থামিয়ে দেয় তখন যুবক ইলী হু তার বক্তৃতা শুরু করে, সে বলে, ইয়োবের বাদানুবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় ঈশ্বরই একমাত্র ধার্মিক, সেই ধার্মিক ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, ক) দর্শনদিয়ে খ) বিপর্যয়/যাতনা দিয়ে। ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব কায়দায় পুরুষ/নারীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁর সহাচর্যে রাখেন। (ইয়োব ৩৩:১৩-১৮ পদ)।

ইলীহূ আরও বলেন, মানুষের আত্মিক শিক্ষা ও অগ্রগতি, তাদের ব্যক্তি জীবনের সুষ্ঠ পরিচালনা, ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেন। যেহেতু আত্ম অহংকার সগর্ব ব্যক্তিগত পাপের উৎস। এদোনের অবাধ্যতার কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে মানুষের ব্যর্থতার কারণে তিনি মানুষকে তাদের নিজ নির্ধারিত পথে চলবার জন্য ছেড়ে দেন।

> "সে আপন শয্যায় ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়, তাহার অস্থিতে নিরন্তর সংগ্রাম হয়, আহারেও তাহার জীবনের রুচি হয় না, সুস্বাদু খাদ্যও তাহার প্রাণে ভাল লাগে না, তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়, তাহার অদৃশ্য অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়ে। তাহার প্রাণ কূপের নিকটস্থ হয়, তাহার জীবন বিনাশকদের নিকটবর্তী হয়।" (ইয়োব ৩৩:১৯-২২)

এখানে উল্লেখ্য যে, যাতনাভোগের বিবরণ সকল ইয়োবের জীবনে ভীষণভাবে মিলে গেছে, হ্যাঁ, এটা সত্যি ইয়োবের জীবনে স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তি (সংশোধনের জন্য) বা তিরস্কার সংশোধন, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাবার জন্য সে এই চরম দূর্দশার শিকার, ইয়োবের বন্ধুরা তার কৃত যে সকল পাপের বিষয় উল্লেখ করেছে সেগুলোর কারণে নয় কিন্তু আরও অতি সুক্ষ দোষের কারণে। ইলীহূ অবশ্য এ বিষয়ে ইঙ্গিতও দেয় যে, সেই দোষটি হচ্ছে আত্মিক অহংকার এবং শুধুমাত্র যাতনাভোগের অভিজ্ঞতা-ই তাকে অনুতপ্ত করে চেতনাদান ও ঈশ্বরীয় আলো দেখতে দৃষ্টি দিতে পারে।

মানুষের সহিত ঈশ্বরের কাজ (God's Working with Man)

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জীবনে আকস্মিক বিপর্যয়, যাতনা হচ্ছে ঈশ্বরের একটি কাজ, যে কাজের মধ্যে দিয়ে তারা চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নূতনভাবে নিবীড় সর্ম্পক গড়ে তোলে, তারপর সে ব্যক্তিটি যেন ইয়োবের মত বলতে পারে,

> "পূর্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি, ধুলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।" (ইয়োব ৪২:৫-৬)

বর্তমানে মানুষের সাথে ঈশ্বরের এই প্রকারের কাজের ধরণ ব্যক্তি বিশেষে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই নূতনভাবে অভিজ্ঞ হয় যে কিনা নিজে যাতনাভোগ করে। যাতনা ভোগের যে বড় ধরণের সমস্যা সেটা থেকেই যায়, কিন্তু ইয়োবের পুস্তক থেকে একটিই শিক্ষণীয় উত্তর পাওয়া যে কোন কারণেই মানুষ স্পর্ধিত হয়ে ঈশ্বরের মর্যাদা সম্পন্নতা ও জ্ঞানের ব্যাপারে সন্দিহান বা কোন প্রশ্ন করতে পারে না, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং অস্তিত্ব দানকারী ঈশ্বর, সকল জীব, জীবনের জন্য এবং তাঁর কার্যক্ষমতা, মানুষের চিন্তা চেতনার বহু উর্ধ্বে। এ বিষয়েই বিস্তারিত বিবরণ ঘূর্ণীবায়ুর মধ্য দিয়ে "ঈশ্বরীয় বাণী" ইয়োব ৩৮-৪১ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

বি:দ্র: (পাঠকদের কাছে অনুরোধ রইল পড়ার জন্য-দয়া করে) মানুষ শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিচারের অবিশষ্টাংশ গ্রহণ করতে পারে কোন অনুযোগ ছাড়াই।

“ইয়োব কি কোন প্রত্যাশা ছাড়াই ঈশ্বরের সেবা করেছেন”

(“Does Job serve God for Nought”)

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ইয়োবের পুস্তকে, যাতনা ভোগের কারণ সম্পর্কিত কোন সহজ সাধারণ উত্তর বা সমাধান নেই, শুধুমাত্র দূর্দশাগ্রস্ত এবং চরমবিপর্যয়ের সম্মূখীন হয়ে ইয়োব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে সে এই পার্থিব সহায় সম্পত্তি ঘরবাড়ী, গৃহপালিত পশুপাখি, জায়গা জমি এবং সন্তানসন্ততির প্রাপ্তির কারণে ঈশ্বরের সেবায় রত থাকেনি, এমনকি তার পার্থিব দেহের সুস্থতা, শক্তিপ্রাপ্তির কারণেও নয়। সে ঈশ্বরের ভক্ত সাধন ভজন করেছে তার নিজের জন্য, তা সত্ত্বেও ইয়োব প্রচন্ড মানসিক ও শারিরীক চাপের বশবর্তী হয়ে বন্ধুদের সাথে শক্ত ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেছে যার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা। ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের বিশ্বাসের পরীক্ষা শুরু এবং সেই পরীক্ষার দ্বারা তার অনুভূতি লৌহের মত শক্ত হয়েছিল। অবশেষে সে ঈশ্বরের প্রগাঢ় জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের কাছে নত হয় এবং সেই উচ্চ মার্গের বিশ্বাস ইয়োব অর্জন করেছিলেন যাতনাভোগের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের পরিপূর্ণ শিক্ষা অনুশীলন দ্বারা।

কিছু উপসংহার (Some Conclusions)

উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনার সারাংশ এইভাবে টান যেতে পারেঃ-

১। মানুষ এমন একটি বিশাল মানবিশিষ্ট বিশ্বব্রহ্মান্ডে বসবাস করে যেখানে আবশ্যাম্ভাবীভাবে কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলির ফলাফল বিরূপ হয়ে থাকে আর সেই ফলাফলকে স্বীকার করা বা ভুক্ত ভোগী হওয়া ছাড়া মানুষের করার কিছুই থাকে না। অতঃপর পর এই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করার পর পর পাপের ফল হিসেবেও মানুষকে যাতনাভোগ করতে হয় আবশ্যাম্ভাবী ভাবেই। সেই যাতনাভোগ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পাপজনিত কারণে নাও হয়ে, কিন্তু অবশ্যই সেটা পূর্ববর্তী জেনারেশনের পাপের ফল, যা তাকে ভোগ করতে হয়।

২। অপরদিকে সেই একই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সর্বময় অধিকর্তা একমাত্র ঈশ্বর যিনি অসীম জ্ঞান ও ভালবাসায় পূর্ণ যিনি সকল যাতনা কষ্টে বিপর্যয়ে মানুষের পরিচালণ ও নিয়ন্ত্রণকারী যদি কেউ তার কাছে সর্বান্তকরণে প্রণত হয় সাহায্যের জন্য তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা মতে তাদের সাহায্যকরণ সমেত গভীর জ্ঞান প্রদান করেন।

একটি স্বর্গীয় নিয়মানুবর্তিতা (A Divine Discipline)

বাইবেলের হিতোপোদেশের উপর ভিত্তি করে ইব্রীয় পুস্তকে উদ্ধৃতির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো যাতে পাঠকরাও বিভিন্ন আলোচনার সারাংশ টানতে পারে,

> “আর তোমরা সেই আশ্বাস-বাক্য ভুলিয়া গিয়াছ, যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে, “হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত হইও না। কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাসন করেন, যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন, তাহাকেই প্রহার করেন।” শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ; যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন; কেননা পিতা যাহাকে শাসন না করেন, এমন পুত্র কোথায়? কিন্তু তোমাদের শাসন যদি না হয়– সকলেই ত তাহার ভাগী– তবে ত তোমরা জারজ, পুত্র নও। আবার আমাদের মাংসের পিতারা আমাদের শাসনকারী ছিলেন, এবং আমরা তাঁহাদিগকে সমাদর করিতাম; তবে যিনি আত্মা সকলের পিতা, আমরা কি অনেক গুণ অধিক পরিমাণে তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করিব না? উঁহারা ত অল্পদিনের নিমিত্ত, উঁহাদের যেমন বিহিত বোধ হইত, তেমনই শাসন করিতেন, কিন্তু ইনি হিতের নিমিত্তই করিতেছেন, যেন আমরা তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই। কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়, তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে। অতএব তোমরা শিথিল হস্ত ও অবশ হাঁটু সবল কর...”
> (ইব্রীয় ১২:৫-১২; হিতোপোদেশ ৩:১১-১২)।

যদি আমরা মনোযোগ সহকারে অংশ দুটি পড়ি দেখবো যে, অংশ দুটির ভাষ্য নিজেই এর অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা করে। দুঃখ যাতনাভোগ প্রত্যেক মানুষের জীবনে খুবই স্বাভাবিকভাবে আসে কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য আমর বাণী তারা তাদের স্বর্গীয় পিতার নিয়ন্ত্রণে থেকে আত্মিক শিক্ষা লাভের দ্বারা পরিপক্ক হয় এবং এইরূপে তাঁর অপার ভালবাসার দান গ্রহণ করে।

ঈশ্বর কি যাতনাভোগ করেন? (Does God Suffer?)

পুস্তিকাটির এই পর্যায়ে এসে একটা বিষয় অতি পরিষ্কার যে, ঈশ্বর নিজেই মানুষের যাতনাভোগ, বিপর্যয়ের সাথে জড়িত, মানুষের প্রতি তাঁর অপার করুনা। ভালবাসার কারণে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে তাদের মাঝে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকেও এই পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট অকল্পনীয় যাতনা সহ্যকরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নির্দোষ, পাপ দ্ধারা এতটুকু কলুষিত হননি, তথাপি তাঁর বন্ধুদের জন্যে স্বেচ্ছায় নিষ্ঠুর, যন্ত্রনা কাতর মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

> “আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।” (যোহন ৩:১৪-১৭)

এমন কোন মহৎ মানুষের ভালাবাসার প্রমান মেলেনি যে কিনা তার বন্ধুদের জন্য নিজের জীবন স্বেচ্ছায় দান করেছে। এমন কি ঈশ্বরও তাঁর মহা করুনায় মানব জাতির জন্য ভালবাসা প্রদশর্ণ করেছেন তাঁর একমাত্র প্রিয়তম পুএকে ক্রুশের অবর্ণনীয় যাতনা ভোগ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানব জাতিকে উদ্ধারের অনুমোদন করেন। সুতরাং বলা যায় যে, ঈশ্বরও যাতনা ভোগ করেন, এ বিষয়টি আরও সপষ্ট হয়েছে একজন ভাববাদীর উক্তির মধ্য দিয়ে, তিনি ইস্রায়েল জাতি ও ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়ে বলেছেন,

> “তাহাদের সকল দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন, তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন; তিনি আপন প্রেমে ও আপন স্নেহে তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং পুরাকালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন করিতেন।” (যিশাইয় ৬৩:৯, এবং বিচারকৃতগণ ২:১৬ পদও বিবেচনাযোগ)।

ঈশ্বর কেন মধ্যবর্তী হন না? (Why does God not Intervene?)

ইস্রায়েলের ঈশ্বর অনুভূতিহীন কোন যন্ত্র নয়, তাঁর পবিত্র আত্মা দুঃখী, অনুতপ্ত হতে পারে, করুনায় পরিচালিত হতে পারে। সে অনন্তকালীন ভালবাসা দিতে পারে, এই সকল অনুভূতি সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেগুলি ঈশ্বরের শ্রেষ্টত্ব, অসীম ব্যক্তিত্বের বহিঃ প্রকাশ, তাঁর পবিত্র উৎকর্ষতা তাঁর সৃষ্ট যে কোন নর নারীর জীবনে আশীর্বাদ সরূপ প্রবেশ করতে পারে।

মানুষ প্রায়ই প্রশ্ন করে, কেন ঈশ্বর তাদের যাতনা ভোগে মধ্যস্থতা করে রোধ করেন না? কেন যুদ্ধ, বিগ্রহ বন্ধ করেন না? কেন মহামারী, কঠিন রোগ সকল, দূর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন না? ইত্যাদি ইত্যাদি, অবশ্যই ঈশ্বর তা করতে পারেন, মানুষের সকল বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন, তাঁর অসীম ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমান আছে বাইবেলে কিন্তু তাঁর মধ্যস্থতার, মধ্যবর্তী হবার সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ যাতে তাদের নিজ নিজ চিন্তার স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ও আছে, এখন মানুষ যেভাবে চায় সে তার মতিগতি সেভাবেই ব্যবহার করতে পারে, সেটা খারাপই হোক বা ভালোর জন্যই হোক।

ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর আরাধনা করার সুযোগ দিয়ে তাঁর উপস্থিতি, প্রতিজ্ঞাপূরণ এবং একজন ভাবী ত্রাণকর্তার আগমণের ভাববাণী করে ঈশ্বর তাদের বিশ্বাস ভাজন হয়েছিলেন।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেন (God Sent His Son)

এটা এক আশ্চর্য ঘটনা যে, ঈশ্বর পৃথিবীস্থ মানুষের ব্যাপারে মধ্যস্থতা/হস্তক্ষেপ করেছিলেন প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে তাঁর একজাত পুত্রকে এই পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে প্রেরণ করার মাধ্যমে যিনি মানুষের যাতনা/দুঃখ কষ্টের/যন্ত্রনায় ভাগীদার হয়েছিলেন একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে। পাপ এবং মৃত্যু থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে তিনি তাঁর পাপহীন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। খ্রীষ্ট মানুষের প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাতে করে মানুষের জীবনের (জন্ম-মৃত্যু) সর্বরকম অভিজ্ঞতার অংশীদার তিনি হতে পারেন, মানুষের জীবনের সাধারণ ঘটনার মত খ্রীষ্টও পাপ করতে প্ররোচিত হয় কিন্তু তিনি নিজেকে রক্ষা করেন, বিভিন্ন শারিরীক ও মানসিক চাপ ও যাতনার শিকার হন।

> “কেননা যাঁহার কারণ সকলই ও যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, ইহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল যে, তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন সম্বন্ধে তাহাদের পরিত্রাণের আদিকর্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ করেন... অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। কেননা তিনি নিজে পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে পারেন। (ইব্রীয় ২:১০-১১)

> “যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তদ্দারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন” (ইব্রীয় ৫:৮)।

খ্রীষ্ট ঈশ্বর প্রনত যাতনাভোগকে স্বীকার করে ঈশ্বরের বাধ্য থেকে ঈশ্বরেরেই ইচ্ছাকে পূর্ণতা দেবার মধ্য দিয়ে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন। পাপময় মাংসিক মনুষ্য প্রকৃতিকে যাতনাভোগের মৃত্যু দিয়ে ধ্বংস সম্ভব হয়েছিল তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকায়। ভালবাসা ও যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে যেটা প্রযোজ্য তাঁর সকল অনুসারীর জীবনে হয়েছে কারণ খ্রীষ্টের প্রতিটি অনুসারীকেও তাদের নিজ নিজ জীবনে যাতনাভোগ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ভালবাসা ও ভক্তির পরীক্ষা দিতে হবে, তবেই জীবনমূকুট মিলবে। প্রয়োজনে খ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য করেন, যদি আমরা চায়।

যাতনাভোগের মাধ্যমে শুদ্ধ খাঁটি হওয়া (Perfect Through Suffering)

> “কারণ তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য দুঃখভোগ করিলেন, এই বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর; ‘‘তিনি পাপ করেন নাই, তাহার মুখে কোন ছলও পাওয়া যায় নাই” । তিনি নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করিতেন না; দুঃখভোগ কালে তর্জন করিতেন না, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করেন, তাহার উপর ভার রাখিতেন। তিনি আমাদের ‘‘পাপভার তুলিয়া লইয়া” আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; ‘‘তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ” । (১ম পিতার ২:২১-২৪)

> “এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন” (ইব্রীয় ৫:৯পদ)

তিনিই পরিত্রাণ বা মুক্তির রচিয়তা, উৎস, কারণ মানুষ নিজেদেরকে মুক্তি দিতে পারে না। ঈশ্বরের করুনা দ্বারা যে সকল নারী পুরুষ যীশু খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গে বিশ্বাস করে তাঁর নিকটে জীবন প্রাপ্তি লাভের জন্য শরণাপন্ন হয় তারা সকলেই খ্রীষ্টের কাম্য সুতরাং মৃত্যুকে জয় করে খ্রীষ্ট যেমন তিনদিনে উত্থাপিত হয়েছেন তেমনি যারা তাতে বাপ্তাইজিত হয়ে নূতন আত্মিক জীবন লাভ করেছেন তদ্রুপ তাঁরা শারিরীক ভাবেও নুতন অর্থাৎ অনন্তজীবন লাভ করবেন যীশুর ২য় বার আগমনকালে।

“স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশীদারীত্ব” (“Partakers of the Divine Nature”)

> “আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও।” (১ম পিতার ১:৪)

যখন নর নারীগণ স্বর্গীয় প্রকৃতি লাভ করবে, যে স্থানে তারা ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে জানবে, তাঁর সঙ্গী হয়ে। অনন্ত জীবনের প্রফুল্লতা লাভ করবে। তাঁর গৌরবময় অক্ষয় জীবনের সহভাগী হবে, অংশীদারীত্বের সেই জীবনকাল সম্পর্কে ঈশ্বরই জানেন, অসীম পবিত্রময় জীবনের স্থায়ীত্বকাল যিনি নির্ধারণ করেন। মানুষের এই অক্ষয়তা প্রাপ্তির পথ করে দেবার জন্যেই তাঁর একজাত পুত্রের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। তাঁর পুত্রের ক্রুশযাতনায়, মৃত্যুতে ঈশ্বর কষ্ট পেয়েছেন, পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার কারণে পুত্র যীশুকে নির্যাতণ, মৃত্যুযাতনা ভোগ করতে হয়েছিল। তাহলে মানুষের কারণে বা অকারণে মানুষের যাতনাভোগ, দুঃখকষ্ট, নির্যাতন কোন নুতন পর্যায়ে স্থান পাবার বিষয় নয়, যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই তাদের দুঃখকষ্ট, যাতনা, তাদেরই মন্দতার ফল, অপরদিকে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জীবনে যাতনাভোগ, খ্রীষ্টের উদাহরনস্বরূপ তাঁর সাক্ষবহনতার

ফল, যাতনাভোগ, দুঃখ কষ্টভোগ দ্বারা মনুষ্যের জীবন শোধন হয় পবিত্র থেকে পবিত্রতর হয়, ঈশ্বরের কাছাকাছি যাবার উপযুক্ত হয় এইপথে ঈশ্বর যাতনাভোগকারীদের তাঁর নিকটে/সান্নিধ্যে রাখেন, যীশুও যাতনা ভোগকারীদের লাভ করেন। তাই মনুষ্যজীবনে যাতনাভোগ একটি প্রকৃত স্বর্গীয়শিক্ষা, ঈশ্বরের সংশোধন যেটা ছাড়া কোন মানুষই ঈশ্বরকে পেতে পারে না।

“প্রতিটি বিষয়ই নূতন” (“All things new”)

এই পৃথিবীতে ঈশ্বর পুত্রকে যাতনাভোগ করাতে মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, নূতন জীবন প্রাপ্তি এবং নূতন জীবন প্রাপ্তির পর নূতন রাজ্যে (ঈশ্বরের রাজ্য) প্রবেশ, যখন খ্রীষ্ট সেই নূতন রাজ্যের একমাত্র রাজা হবেন তখন তিনি তাঁর সেই নিবেদিত অনূসারীদেরকে তাঁর সঙ্গে রাখবেন। পৃথিবীর বর্তমান যুগের পরিস্থিতিতে মনে হয় খ্রীষ্টের আগমন সন্নিকট। কিন্তু খ্রীষ্টসহ অনান্য ভাববাদীদের ভাববানী মতে পৃথিবীতে যে মহাক্লেশ ঘটতে যাচ্ছে ভবিষ্যৎে সেটা তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

> “কেননা তৎকালে এইরূপ ‘‘মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এই পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না” আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবেকোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে।” (মথি ২৪:২১-২২)

এই পদে স্বয়ং যীশু সে সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে দিচ্ছেন, কেননা তৎকালে এরূপটি ঘটরে এবং তাঁর বিশ্বাসীদের জন্য মহাক্লেশের দিন কমাইয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুনরায় যখন যীশু খ্রীষ্ট আসবেন তখন তিনি পৃথিবী থেকে সকল প্রকার পাপ উচ্ছেদ করবেন। মন্দতার বিনাশ হবে, স্বার্থপরতা, কোন্দল থাকবে না, অসুখ বিসুখ, মহামারীর উচ্ছেদ হবে, সর্বপোরী মৃত্যুর বিনাশ হবে। তিনি ঈশ্বরের মহিমা গৌরবে রাজত্ব করবেন, চিরতরে বিলূপ্ত হবে যাতনাভোগে, নির্যাতন, দুঃখকষ্ট। প্রেরিত যোহনের দর্শনপ্রাপ্তির উক্তির পূর্ণতা লাভ হবে তখন, প্রকাশিত বাক্য ২১:৩-৫ পদে যে নূতন পৃথিবী সম্পর্কে ব্যাখা আছে

> “পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি কহিলেন, দেখ, আমি সকলই নূতন করিতেছি।”।

উপরোক্ত আলোচনা সমূহের সারাংশ এইভাবে টানা যেতে পারে যে, এই পৃথিবী যতদিন বর্তমান নাজুক অবস্থার মধ্যে চলবে ততদিন এই পৃথিবীতে বসবাস কারীদের জীবনে

যাতনাভোগ ও বিদ্যমান থাকবে তবে আশার বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিশ্রুতি যারা বিশ্বাস করে সেই প্রতিজ্ঞাত ভালবাসার আহবানে সাড়া দেবে, তাদের জীবনের সকল প্রকার দুঃখ কষ্টভোগ, যাতনা, নির্যাতন ভোগ তাদেরকে নিয়ে যাবে ঈশ্বরকে ভালবাসা ও তাঁর প্রতি বাধ্য থাকার পুরষ্কার হিসেবে এক নূতন জীবনের পথে। সেই মধুর আহবান সকলকেই ডাকছে, যারা এখনও তার স্বাদ পায়নি তারা ইচ্ছা করলেই এই পাপময় মন্দ পৃথিবীতে যাতনায় ধুকে ধুকে বাঁচার চেয়ে যাতনাহীন জীবন পেতে ঈশ্বরের সেই দৃঢ় আহবানে সাড়া দিতে পারে যে কোন সময়ই।

L.G Sargent *রচিতা পুস্তিকা* ***“সুসমাচার এবং যাতনা ভোগ”***
(The Gospel and Suffering) *নামক পুস্তিাকা থেকে সংগৃহিত।*

“কেন ঈশ্বর আমাদের জীবনে যাতনা/দূর্ভোগ অনুমোদন করেন?”
(Why Does God Allow Suffering?) পুস্তিকাটি পড়াশেষে নীচের প্রশ্নগুলির
উত্তর করবার অনুরোধ রইলঃ-

১। রোমীয় পুস্তকের ৮:২২ পদটি কি সত্যিই বর্তমান পৃথিবীর চিত্র অংকন করে?

২। বাইবেল বর্ণনা করে পাপের কারণে যাতানভোগ, কাহার পাপের ফল?

৩। ইয়োব একজন ঈশ্বরভক্ত যে অতীব যাতনা/দুর্ভোগ পোহায় -

(ক) তাঁর বন্ধুদের মতে কি করণে সে যাতনা সহ্য করে?

(খ) ইয়োবের যাতনা কি তাঁর বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল?

৪। ইব্রীয় ১২:৫-১২ এবং হিতোপোদেশ ৩:১১-১২পদ যাতনাভোগ সম্পর্কে কি বলে এবং আমাদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

৫। যাতনাভোগের বেদনা, কষ্ট কম করতে ঈশ্বরকে মধ্যস্থতা করতে হয় ঈশ্বর কি করেছিলেন?

(ক) যীশুর মৃত্যুকে অনুমোদন করে ঈশ্বর কষ্ট পেয়েছিলেন?

(খ) যীশুকেও কি যাতনাভোগ সহ্য করতে হয়েছিল?

৬। যাতনাভোগকে বলা হয়ে থাকে স্বর্গীয় শিক্ষাব্যবস্থা, বলা হয় ঈশ্বরের সংশোধন কল্পে ঘটেছে। প্রকাশিত বাক্যের ২:১০ পদের আলোকে তোমার/আপনার জীবনের যাতনাসমূহ বিবেচনা করবেন দয়া করে।

উত্তর পাঠাবার ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা:-

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ**
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**